অনুশীলন-পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে পারা

এখন আপনি সামগ্রিক পদ্ধতি বা সমগ্র বই হিসাবে অধ্যয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে হবককুক বইটি পড়বার জন্য প্রস্তুত। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সবটা বই পড়া হলে পর, আপনি বইটির ভিতরের বিষয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি পদের বিস্তারিত বিবরণ জানবার জন্য পড়াশুনা করতে পারবেন (সূক্ষ্ম বর্ণণা সূচক পাঠ), তাছাড়া, ঐ বইটির সাথে বাইবেলের অন্যান্য বইগুলির সম্বন্ধ নির্ণয় করতে বা, তুলনা করতে পারবেন (ব্যাপক বর্ণণা সূচক পাঠ)। তাই আমরা বলতে পারি যে, সামগ্রিক পদ্ধতিতে বাইবেল অধ্যয়ন করলেই অধ্যয়ন শেষ হয়ে যায়না. অর্থাৎ এই ভাবে অধ্যয়ন করে সব কিছুই যে আমরা জানতে পারি তা নয়। আসলে এই পদ্ধতিতে অধ্যয়নকে বাইবেল অধ্যয়নের শুরু বলা যায়। আমরা চাই যেন, আপনি নিজেই সামগ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বাইবেল অধ্যয়ন করতে পারেন। বর্তমান পাঠটি এই প্রকার অধ্যয়নের একটা নমুনা বিশেষ। এই পাঠটি থেকে আপনি সহজেই সামগ্রিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করতে শিখতে পারবেন এবং হবককুক বইটি শেষ হলে, এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বাইবেলের আর একটা বই পড়বেন বলে আশা করি।

আপনার পক্ষে হয়ত একবারে এই পাঠটি শেষ করা সম্ভব হবে না, অর্থাৎ এজন্য আপনাকে বেশ কয়েকবার এই পাঠটি নিয়ে বসতে হতে পারে। কারণ এই পাঠে আপনাকে বারবার বাইবেল পড়তে হবে; প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট খাতায় টুকে নিতে হবে এবং সারমর্ম লিখতে হবে। এই নির্দেশগুলিকে ছোট মনে হলেও আসল কাজগুলো করতে অনেক সময় লাগবে। আপনি শুধু ধাপে ধাপে এগিয়ে যান, প্রত্যেকটা ধাপের কাজ করতে যত সময় লাগে, নিন। এইভাবে একটি ধাপের কাজ শেষ করে পরের ধাপে যান। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। প্রথমে নিজের উত্তর লিখুন, তার পরেই বইয়ে দেওয়া উত্তরগুলি দেখতে পারেন। কোন কোন প্রশ্নের জন্য একটিরও বেশী ঠিক উত্তর আছে। সংশোধন করবার সত্যিকারের প্রয়োজন না থাকলে, কেবল মাত্র বইয়ের উত্তরের সাথে মিলানোর জন্য আপনার উত্তরগুলির পরিবর্তন করবেন না।

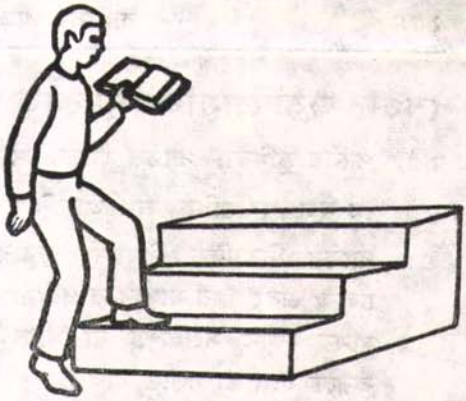

পাঠের খসড়া ঃ

পর্যবেক্ষণের ধাপগুলি

১নং ধাপ ঃ মূল প্রসংগটি খুজে বের করা
২নং ধাপ ঃ মূল প্রসংগটির ক্রম বিকাশ
৩নং ধাপ ঃ ব্যবহৃত শব্দাবলী, সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি এবং লেখার ধরণ
৪নং ধাপ ঃ সাহিত্য পদ্ধতি ও প্রগতিশীলতা

হবককুক বইটির খসড়া তৈরী
প্রয়োগ বা ব্যবহার

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি-

* হবককুক বইটির মূল প্রসংগটি খুজে বের করতে পারবেন এবং এই মূল প্রসংগটি কিভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে, সামগ্রিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করে তা দেখাতে পারবেন

* সামগ্রিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করে যে সব বিষয় জানবেন, সেগুলি দিয়ে হবককুক বইটির একটি পূর্ণাংগ খসড়া তৈরী করতে পারবেন।

* সামগ্রিক পদ্ধতিতে হবককুক বইটি অধ্যয়ন করে যে সত্যগুলি জানতে পারবেন, সেগুলি মেনে জীবন যাপনও করতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। পাঠের ভূমিকা, পাঠের খসড়া, পবং পাঠের লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

২। যে মূল শব্দগুলির অর্থ আপনি জানেন না সেগুলির অর্থ শিখুন।

৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়বার সময় প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলুন এবং এর মধ্যেকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। বাইবেল অধ্যয়নের কোন সংক্ষিপ্ত বা সোজা পথ নেই। বাইবেল অধ্যয়ন করতে হলে তা পড়তে হবে।

৪। পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষাটি নিজে দিন। বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

৫। দ্বিতীয় খণ্ডের পাঠগুলি (৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পাঠ) অবার দেখে নিন। তারপর দ্বিতীয় খণ্ডের ছাত্র বিবরণী পূরণ করে আপনার শিক্ষকের নিকট পাঠিয়ে দিন।

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

পর্যবেক্ষনের ধাপগুলি ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ সামগ্রিক পদ্ধতিতে হবককুক পুস্তকটি অধ্যয়নের জন্য পর্যবেক্ষণের ধাপগুলি মেনে চলা।

সামগ্রীক পদ্ধতির ধাপগুলি হোল ঃ পড়ুন, পর্যবেক্ষণ করুন, পর্যবেক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লিখে রাখুন, যে বিষয়গুলি জানবার জন্য আপনি অধ্যয়ন করছেন, তার সবগুলি না জানা পর্যন্ত চলতে থাকুন। এর জন্য কতবার পড়তে হয় তাতে কিছুই যায় আসে না। আসল কথা হোল, আপনি যে বইটি অধ্যয়ন করছেন, সেটির সাথে ভালভাবে পরিচিত হওয়া। প্রতিবারে সম্পূর্ণ বইটি পড়ার দ্বারা আপনি বইটির সাথে সুপরিচিত হয়ে উঠবেন।

আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী কোন কোন বিষয় জানার জন্য আপনাকে হয়তো একবার সম্পূর্ণ বইটি পড়তে বলা হবে। প্রথমবারে সেই বিষয়গুলি না পেলে, বইটি আর একবার পড়া দরকার হতে পারে। এর উল্টা ঘটনাও ঘটতে পারে। ধরুন, আপনি হয়তো

কয়েকটি বিষয় জানার জন্য পড়েছেন, আর পড়বার সময় আরও কয়েকটি বিষয় পেলেন, যেগুলি এই অধ্যয়নের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তখন আপনি সেই বিষয়গুলি লিখে রাখতে পারেন। এতে হয়ত সাময়িক ভাবে আপনার বাইবেল পাঠে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, তাতে এমন বিশেষ কিছু যায় আসে না কারণ বইটিকে আপনার বেশ কয়েক বার পড়তে হবে ও এভাবে পড়তে পড়তে বইটির সংগে আপনি একাত্ব হয়ে যাবেন। এর ফলে এটি আপনার খ্রীষ্টিয় জীবনের ও আপনার সাক্ষ্যের একটি বিশেষ অংগরূপে পরিণত হবে।

আপনি যদি ধীরে ধীরে পড়েন, তবে সাধারণত যতটুকু সময় লাগার কথা তার চাইতে কিছু বেশী সময় আপনার লাগবে। ধীর-গতি পাঠকের জন্য পড়ার প্রয়োজনীয়তা কম না হয়ে বরং আরও বেশি। এরূপ ক্ষেত্রে বইএর বিষয় বস্তু জানবার চেষ্টা না করে, প্রথম দু-একবার বইএর শব্দ ও লিখন পদ্ধতির সাথে পরিচিত হবার জন্য পড়ে নিতে পারেন।

১। হবককুক বইটি পড়ে পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিখে রাখবার জন্য আপনার নোট খাতার একটা পৃষ্ঠা তৈরী করুন। পৃষ্ঠাটিকে খাড়াভাবে চারটি কলামে (ভাগে) ভাগ করুন। নীচের ছবিতে এটি দেখানো হয়েছে। পৃষ্ঠার বা পাশে, নীচে দেওয়া বিষয়গুলি লিখুন। প্রত্যেকটি বিষয় অন্য বিষয়টি থেকে চার লাইন দূরে দূরে লিখুন। (১) বই-টির মূল প্রসংগ। (২) মূল প্রসংগের ক্রমবিকাশ (কোথায় কোথায় এটির উল্লেখ আছে)। (৩) বিষয়বস্তুর ঘোষণা (এর পরে কি আলোচিত হবে, লেখক যেখানে তা বলেন)। (৪) ব্যবহৃত শব্দাবলী। (৫) কাঠামো। (৬) ভাবানুভূতি। (৭) লেখার ধরণ। (৮) বিভিন্ন সাহিত্য পদ্ধতি। (৯) প্রগতিশীলতা।

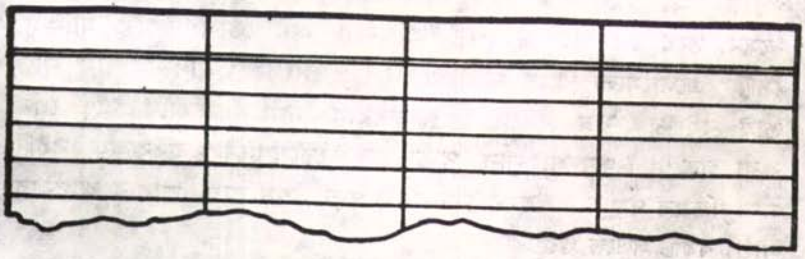

হবককুক বইটি পড়বার সময় আপনি এই বিষয়গুলি খোঁজ করবেন। এগুলি খুঁজে পেলে আপনার নোট খাতার এই পৃষ্ঠায় লিখে রাখবেন। প্রথম অধ্যায়ে যা পাবেন, তা প্রথম অধ্যায়ের কলামে লিখবেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের যা কিছু পাবেন, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ের কলামে লিখবেন। একইভাবে তৃতীয় অধ্যায়ের যা কিছু পাবেন, তা তৃতীয় অধ্যায়ের কলামে লিখে রাখবেন।

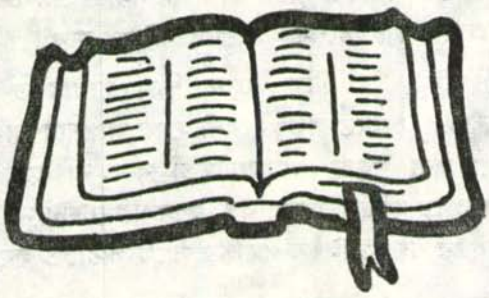

১ নং ধাপ ঃ প্রসংগটি খুঁজে বের করা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ একবারে সম্পূর্ণ হবককুক বইটি পড়ার দ্বারা এর মূল প্রসংগটি খুঁজে বের করা।

মূল প্রসংগটি বের করবার জন্য ধ্যান সহকারে হবককুক বইটি একবারে পড়ে শেষ করুন। এই মূল প্রসংগটি একটা মালার মত সবগুলি অধ্যায় জুড়ে থাকতে পারে। এইটি খুঁজে পাবার জন্য আপনাকে বইটি এক বারেরও বেশী পড়তে হতে পারে। এটা খুবই দরকারী, সুতরাং, বইটি এক বারে পড়ে শেষ করুন। কারণ এক বারে পড়ে শেষ করলে মূল প্রসংগটি আপনার মনে ভেসে উঠবে। আপনি যদি পড়ার সময় মাঝ পথে পড়া ছেড়ে উঠে যান এবং পরে আবার পড়তে বসেন, তবে যে মূল প্রসংগটি আপনার মনে ভেসে উঠতে যাচ্ছিল, সেটি এলোমেলো হয়ে যায় ও পূর্ণ প্রসংগটি আপনি পান না। তাই বইটির মূল প্রসংগ বের করবার সময় একবারে পড়ে শেষ করা ভাল। এখন আপনার পাঠ্য বইটি রেখে দিন ও হবককুক বইটি সম্পূর্ণভাবে পড়ুন। হবককুক বইটি পড়া শেষ হলে আবার আপনার পাঠ্য বইটি পড়তে শুরু করুন।

হবককুক পড়বার পরেও যদি এর মূল প্রসংগ সম্পর্কে নিশ্চিত না হন, তবে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ ১ ঃ ২, ৬, ৮, ৯, ১২। ২ ঃ ৪, ৬, ৭, ৯, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯। ৩ ঃ ২-১৫ এই পদগুলির মধ্যে যে মূল প্রসংগ রয়েছে সেটি কি? ২ ঃ ১-৪ পদের মধ্যে কোন্ পদটি মূল প্রসংগটিকে সমর্থন করে?

২। বইয়ে দেওয়া উত্তর দেখবার আগে, আপনি নিজে হবককুক বইটির মূলপ্রসংগ এবং কোন্ পদটি তা সমর্থন করে তা আপনার নোট খাতায় লিখুন।

২ নং ধাপ ঃ মূল প্রসংগের ক্রমবিকাশ ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ একবারে সম্পূর্ণ হবককুক বইটি পড়ার দ্বারা কোথায় এর মূল প্রসংগের ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তা বের করুন।

৩। হবককুক বইয়ে বিচার এবং শাস্তি সম্পর্কে দেওয়া পদগুলি খুঁজে বের করুন, এইভাবে কোথায় কোথায় এ বইটির মূলপ্রসংগের ক্রমবিকাশ ঘটেছে তা বের করুন। পদগুলি আপনার নোট খাতায় লিখে রাখুন। সেই সাথে প্রতিটি পদের মূল বক্তব্য খুব ছোট করে দু-এক কথায় লিখে রাখুন।

বিষয়বস্তুর ঘোষণা আপনাকে মূলপ্রসংগটির ক্রমবিকাশ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। এর পরে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, লেখক এখানে তাই ঘোষণা করেন। যেমন, মথির লেখা সুখবরের প্রথমে এই রকম একটা ঘোষণা দেওয়া আছে ঃ "যীশু খ্রীষ্ট অব্রাহামের বংশের লোক ..... যীশু খ্রীষ্টের বংশের তালিকা এই-" (১ ঃ ১ পদ) এটা বিষয়বস্তুর ঘোষণা। এই ঘোষণার পর যে, যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা দেওয়া হবে, এটা সহজেই অনুমান করা যায়।

১ করিন্থীয় ৭ ঃ ২৫ পদে পৌল বলেন ঃ "যাদের বিয়ে হয়নি..... .....". এটা বিষয়বস্তুর ঘোষণা। এরপরে যা বলা হবে, এই ঘোষণা আপনাকে তার জন্য প্রস্তুত করে তোলে, তাছাড়া বইটির মূল প্রসংগ কিভাবে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে, তার

ইংগিতও এর থেকে পাওয়া যায়। এখন আরও একবার সম্পূর্ণ হবককুক বইটি পড়ুন এবং কোথায় বিষয়বস্তুর ঘোষণা করা হয়েছে খুঁজে বের করুন ও তারপরে নীচের কাজটি করুন।

৪। আপনার নোট খাতার পৃষ্ঠায় উপযুক্ত স্থানে সংক্ষেপে চারটি বিষয়বস্তুর ঘোষণা লিখুন ও সেই সাথে অধ্যায় এবং পদ উল্লেখ করুন। তারপরে আমাদের দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। (হবককুক পুস্তকটি পড়ার সময় আপনি যদি বিষয়-বস্তুর ঘোষণাগুলি না পান, তবে আগে ১ঃ১; ২ঃ১; ৩ঃ১ পদ দেখে নিয়ে তার পরে কাজটি করুন।)

ঘোষণাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। খসড়া তৈরীর সময় যখন বইটিকে কয়েক ভাগে ভাগ করতে হবে (এই পাঠের মধ্যেই, কিছু পরে এটি করতে হবে) তখন ঘোষণাগুলি আপনাকে সাহায্য করবে।

৩ নং ধাপঃ ব্যবহৃত শব্দাবলী, সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি এবং লেখার ধরণ।

লক্ষ্য ৪ঃ সম্পূর্ণ হবককুক বইটি একবারে পড়ে এর মধ্যে দরকারী শব্দ গুলি (যে গুলির বিষয় আরও পড়াশুনা করা দরকার), এর সুর বা ভাবানুভূতি এবং লেখার ধরণ খুঁজে বের করা।

এই অংশে যে প্রশ্নগুলি আছে, সেগুলির উত্তর দিন; তাতে বইটির (হবককুক) দরকারী শব্দাবলি এর সুর বা ভাবানুভূতি এবং এটা কি প্রকার সাহিত্য (লেখার ধরণ), তা জানতে সুবিধা হবে। হবককুক পড়বার আগে এই প্রশ্নগুলি পড়ুন, তারপরে আরও এক বার সম্পূর্ণ হবককুক বইটি পড়ুন এবং দরকারী শব্দাবলী (যে গুলির বিষয় আরও পড়াশুনা করা দরকার) এর সুর বা ভাবানুভূতি ও লেখার ধরণ খোঁজ করুন। এর পরে আপনার নোট খাতার পৃষ্ঠায় উপযুক্ত স্থানে ৫, ৬, ৭, ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর লিখুন। বইয়ের উত্তরের সাথে আপনার উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

৫। শব্দাবলী। পড়ার সময় এমন কোন শব্দ পেয়েছেন কি, যেগুলির অর্থ আপনি বুঝতে পারেন না? এমন কোন শব্দ পেয়েছেন কি, যেগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন? এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ

ধারণা পেয়েছেন কি, যেগুলির জন্য আরও পড়াশুনা করা আবশ্যক ? এই রকম শব্দগুলি এবং যে পদে ঐগুলি আছে, আপনার নোট খাতায় লিখে রাখুন।

৬। সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি। আপনি কি প্রথম দুই অধ্যায়ের যে সুর বা ভাবানুভূতি, তার সাথে শেষ অধ্যায়ের সুর বা ভাবানুভূতির পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন ? যদি না করে থাকেন তবে, আরও একবার হবককুক বইটি পড়ুন এবং বিশেষভাবে এই পার্থক্যটি খোঁজ করুন। ১ ও ২ অধ্যায় থেকে আপনি যে সুর বা ভাবানুভূতি পান, তা বর্ণণার জন্য একটা উপযুক্ত শব্দ ঠিক করুন। তার পর তৃতীয় অধ্যায়ের জন্যও আর একটি উপযুক্ত শব্দ ঠিক করুন।

৭। বইটির প্রথম দিকে লেখার ধরণ কি প্রকার বলে মনে করেন ?

৮। লেখার ধরণটি কোথায় পরিবর্তন হয়েছে ? পরিবর্তনের পর কোন ধরণের লেখা দেখা যায় ?

৪নং ধাপ ঃ সাহিত্য পদ্ধতি এবং প্রগতিশীলতা ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ সাহিত্য পদ্ধতি ও প্রগতিশীলতা সম্বন্ধে আপনার যে জ্ঞান আছে হবককুক বইটির বার্তা ভালকরে বুঝবার জন্য তা ব্যবহার করা।

৫ নম্বর পাঠে আমরা যে সাহিত্য পদ্ধতিগুলি আলোচনা করেছি, এখন আপনি সেগুলি খুঁজে বের করবেন। এই কাজে সাহায্যর জন্য আপনি কতগুলি প্রশ্ন ব্যবহার করবেন। আপনি সবগুলি সাহিত্য পদ্ধতিই দেখতে পাবেন এমন নয়, কিন্তু এদের কয়েকটি পদ্ধতি পাবেন ; সেগুলি আপনাকে হবককুক বইটি বুঝতে সাহায্য করবে। যেমন, আপনি যদি একটা বিশেষ সাহিত্য পদ্ধতি সমস্ত বইয়ে দেখতে পান, তাহলে বুঝতে হবে যে সম্পূর্ণ বইটির সাথে তার কি সম্বন্ধ, তা দেখা প্রয়োজন।

কলসীয় বইটির কথা ধরুন। এই চিঠিতে পালা ক্রমিক পুনরাবৃত্তির পদ্ধতিটি অত্যন্ত স্পষ্ট। কলসীয় ২ ঃ ২০-৩ ঃ ১০ পদ পর্যন্ত, চারটি শাস্ত্রাংশে এই পদ্ধতিটি লক্ষ্য করুন। এই চারটি শাস্ত্রাংশকে আমি ক, খ, ক, খ, রূপে দেখিয়েছি।

ক ঃ তোমরা খ্রীষ্টের সাথে মরেছ (২ ঃ ২০ পদ)।

খ ঃ তোমরা খ্রীষ্টের সংগে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছ (৩ ঃ ১ পদ)।

ক ঃ তোমাদের পাপ স্বভাবের মধ্যে যা কিছু আছে তা ধ্বংস করে ফেল (৩ ঃ ৫ পদ)।

খ ঃ তোমরা নতুন 'আমি' কে পরেছ (৩ ঃ ১০ পদ)।

এই শাস্ত্রাংশগুলি খ্রীষ্টের সাথে মরা এবং খ্রীষ্টের সাথে জীবিত হওয়ার অর্থ কি, তা বুঝিয়ে বলে। আপনি যদি কলসীয় বইটির মধ্যে পালাক্রমিক পুনরাবৃত্তির পদ্ধতিটি না দেখেন, তবে ঐ বইটি আপনি বুঝতে পারবেন না। এখানে এই পদ্ধতিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে দেখতে হবে যে, দ্বিতীয় 'ক' এর সাথে প্রথম 'ক' এর সম্বন্ধ আছে ও দ্বিতীয় 'খ' এর সাথে প্রথম 'খ' এর সম্বন্ধ আছে।

আপনি যখন সাহিত্যে প্রগতিশীলতা খোঁজ করেন তখন "পরিবর্তন" লক্ষ্য করতে ভুলবেন না। যাত্রা পুস্তকে ইস্রায়েল সন্তানদের মিসর থেকে শুরু করে সীনয়ের মরুভুমির মধ্যদিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণণা করা হয়েছে; এই বর্ণণার মধ্যে যে ঐতিহাসিক প্রগতিশীলতা আছে, সে সম্পর্কে আপনি জেনেছেন। হবককুকের বইয়ে কয়েকটি ধারণাগত প্রগতিশীলতা দেখা যাবে। আপনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বড় ধরণের ও সাবিক পরিবর্তণের খোঁজ করবেন। আপনি হবককুক বইটি বেশ কয়েকবার পড়েছেন, সুতারং নিশ্চয় এরি মধ্যে বইটির সাথে কিছুটা পরিচিত হয়েছেন।

নীচে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি আপনাকে সাহিত্য পদ্ধতি ও প্রগতিশীলতা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। আপনার নোট খাতার পৃষ্ঠায় উপযুক্ত স্থানে উত্তরগুলি লিখুন (যদি লেখার জন্য আরও জায়গা দরকার হয় তবে নতুন আর একটা পৃষ্ঠায় লিখতে শুরু করুন)। হবককুক বইটি পড়বার আগে অথবা পড়বার সময় প্রশ্নগুলি পড়ুন ও আপনার নিজের উত্তর লিখবার পরেই বইয়ের উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

৯। ১ ঃ ২-৪ পদের প্রথমাংশে এবং ১ ঃ ১২-১৩ পদের শেষাংশে কোন সাহিত্য পদ্ধতিটি প্রধানরূপে দেখা যায় ?

১০। ১ঃ২-৪ পদে এবং ১ঃ১২-১৩ পদে কে প্রশ্ন করেছেন ?

১১। কে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছেন, আর এই উত্তরগুলি কোথায় আছে (দ্রষ্টব্য পদ দিন) ?

১২। ১ঃ২-৪ পদ ; ১ঃ৫-১১ পদ ; ১ঃ১২-১৭ পদ ; এবং ২ঃ২-২০ পদে যে প্রশ্নগুলি পর্যায়ক্রমিক ভাবে দেওয়া আছে, এর মধ্যে কোন্ সাহিত্য পদ্ধতিটি প্রাধান্য পেয়েছে ?

১৩। কতগুলি অভিযোগ দিয়ে হবককুকের বইটি শুরু হয়েছে (১ঃ২-৪ পদ) আপনার নিজের কথায় ছোট করে এমন একটি প্রশ্ন তৈরী করুন যা সংক্ষেপে এই অভিযোগগুলি প্রকাশ করে।

১৪। আপনার নিজের ভাষায় এমন একটা ছোট উত্তর তৈরী করুন যা ১ঃ৫-১১ পদে দেওয়া অভিযোগগুলির উত্তর দেয়।

১৫। ১ঃ১২-১৭ পদেও অভিযোগ সূচক প্রশ্ন দেখা যায়। ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে পাপ ও মন্দতা ছিল, একথা মনে রেখে আপনার নিজের কথায় এমন একটা ছোট প্রশ্ন তৈরী করুন যা সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় অভিযোগটি প্রকাশ করবে।

১৬। ২ঃ২-২০ পদে দ্বিতীয় অভিযোগ সূচক প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া আছে। আপনার নিজের কথায় এমন একটা উত্তর তৈরী করুন যা সংক্ষেপে এটি প্রকাশ করবে।

১৭। ২ঃ৬, ৯, ১৫ ও ১৯ পদে কোন সাহিত্য পদ্ধতিটি দেখা যায়, আর কোন্ কথাগুলি এই সাহিত্য পদ্ধতি বর্ণণা করে, তা বলুন।

১৮। ২ঃ৫ পদে একটি ও ২ঃ৮ পদে আর একটি সাহিত্য পদ্ধতির নাম বলুন, এবং এই সাহিত্য পদ্ধতি দুটি কিভাবে একটি অন্যটির বিপরীত, তা ব্যাখ্যা করুন।

১৯। ২ঃ৭ পদের ভাবটি ভাল করে লক্ষ্য করুন এবং বলুন এখানে কোন্ সাহিত্য পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়েছে ?

২০। সমগ্র ৩ অধ্যায়ে দীর্ঘকরণের সাহিত্য পদ্ধতিটি দেখা যায়। এখানে নবী বা ভাববাদীর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগি প্রকাশ পেয়েছে। ৩ঃ১-১৫ পদে একটা বিশেষ ভাবানুভূতি বা সুর রয়েছে।

৩ ঃ ১৬ পদে আর একটি ভিন্ন সুর দেখতে পাওয়া যায়। ৩ ঃ ১৭-১৯ পদেও পরিবর্তন দেখা যায়। এবার এই তিনটি ভাগের কথা মনে রেখে তৃতীয় অধ্যায়টি পড়ুন এবং এদের জন্য এমন তিনটি শব্দ ঠিক করুন যেগুলি দীর্ঘকরণের এই ধাপগুলির উপযুক্ত বর্ণণা দেয়।

২১। ৩ অধ্যায়ে দীর্ঘকরণ পদ্ধতিটির যে ভাবে ক্রমবিকাশ ঘটেছে বা এগিয়ে গেছে তা থেকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য একটা আত্মিক শিক্ষা পেতে পারি, এই শিক্ষাটি কি, বলতে চেষ্টা করুন।

২২। বইটির প্রথম অংশ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত, এর মধ্যে কম পক্ষে চারটি ধারণাগত প্রগতিশীলতা দেখা যায়। এ পর্যন্ত আপনি বেশ কয়েকবার হবককুক বইটি পড়েছেন, তাই নীচের শাস্ত্রাংশগুলিতে কি ধরণের প্রগতিশীলতা আছে বলতে পারেন কিনা দেখুন। (প্রগতিশীলতার প্রথম ধাপটি দেওয়া আছে, তা শূন্যস্থানে এর শেষের ধাপটি লিখুন।)

ক) ২ ঃ ৪, ৩ ঃ ৮, ৩ ঃ ১৮ পদ। পাপ থেকে.....
.....

খ) ২ ঃ ২, ৩ ঃ ১৬ পদ। প্রশ্ন সূচক মন বা অনিশ্চয়তা থেকে.....
.....

গ) ২ ঃ ৪, ২ ঃ ১০-১৭ পদ। ভুল বিচার বা ভুল ধারণা থেকে.....
.....

ঘ) ২ ঃ ২-৪ পদ, ২ ঃ ১৭, ৩ ঃ ২ পদ। ক্রোধ থেকে.....
.....

খসড়া তৈরী করা ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ হবককুক বইটির একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরী করা, তারপর, সেইটি থেকে একটা পূর্ণাংগ খসড়া তৈরী করা।

হবককুক বইটির খসড়া তৈরীর জন্য আপনাকে আবার বইটি পড়তে হবে। এখন আপনার লক্ষ্য হোল, একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরী করা। প্রতিটি অনুচ্ছেদের জন্য একটা নাম লিখে নিয়ে, সেই নামগুলির মধ্যে কি রকম সম্বন্ধ আছে তা লক্ষ্য করবার দ্বারা সহজেই বইয়ের

কাঠামো বোঝা যায়। খসড়া তৈরীর সুবিধার জন্য হবককুক বইটিকে মোট ১৯টি অনুচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। নীচের অনুশীলনীতে অনুচ্ছেদগুলির অধ্যায় এবং পদ দেওয়া হয়েছে।

২৩। আপনার নোট খাতার পৃথক পৃথক লাইনে নীচের প্রতিটি অনুচ্ছেদের অধ্যায় ও পদ লিখুন। প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ুন, তারপর, প্রত্যেক অনুচ্ছেদের জন্য এমন একটা নাম ঠিক করুন যা ঐ অনুচ্ছেদের মূল অর্থ প্রকাশ করে। বাইবেল রেফারেন্সের পাশে অনুচ্ছেদের নামটি লিখুন। (আগে আপনার নামগুলি লিখুন তার পরেই আমরা যে নামগুলি দিয়েছি সেগুলি দেখতে পারেন)।

১ ঃ ১	১ ঃ ১২-১৭	২ ঃ ৯-১১	৩ ঃ ১
১ ঃ ২-৪	২ ঃ ১	২ ঃ ১২-১৪	৩ ঃ ২-১৫
১ ঃ ৫-৭	২ ঃ ২-৪	২ ঃ ১৫-১৭	৩ ঃ ১৬
১ ঃ ৮	২ ঃ ৫-৬	২ ঃ ১৮-১৯	৩ ঃ ১৭-১৯
১ ঃ ৯-১১	২ ঃ ৭-৮	২ ঃ ২০	

লক্ষ্য করুন, ধার্মিক ব্যক্তির জীবন (২ ঃ ৪ পদ), ঈশ্বরের মহিমা বিষয়কজ্ঞান (২ ঃ ১৪ পদ), এবং ঈশ্বর যে, সমস্ত পৃথিবীতে আছেন (২ ঃ ২০ পদ), এই বিষয়গুলি বিচার ও দণ্ডাজ্ঞার ভয়াল কালো যবনিকায় বিশ্বাসের এক উজ্জ্বল স্বর্ণ সূত্রের মত গাঁথা। এই বিশ্বাস প্রত্যেক বিশ্বাসীকে এক নূতন প্রত্যাশা দান করে।

অনুচ্ছেদের নামগুলি দিয়ে যে প্রাথমিক খসড়া তৈরী হয়েছে, সেটিকে পূর্ণাংগ খসড়ার রূপ দিতে হবে। এজন্য দেখুন কোন নামগুলিকে প্রধান বিষয় হিসাবে নেওয়া যায়, কোন নামগুলিকে একত্রে একটা প্রধান বিষয়ের আওতাভুক্ত করা যায়, আর কোনগুলিকে একত্রে একটা উপ-প্রধান বিষয়ের আওতাভুক্ত করা যায়। প্রধান বিষয়, উপ-প্রধান বিষয়, ও বিস্তারিত বিবরণের খসড়া নীচে যেভাবে দেখান হয়েছে, ঠিক সেইভাবে লিখবেন ; একই লাইনে লিখবেন না।

১। প্রধান বিষয়

ক) উপ-প্রধান বিষয়

(১) বিস্তারিত বিবরণ।

দ্রষ্টব্য ঃ কমপক্ষে দুটি উপ-প্রধান বিষয় এবং দুটি বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে। যদি একটি মাত্র উপ-প্রধান বিষয় পান, তবে ঐটিকে একটি পয়েন্ট হিসাবে (ক) আলাদা না লিখে প্রধান বিষয়ের সাথে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করুন। আর আপনি বিস্তারিত বিবরণের জন্য যদি একটি মাত্র বিষয় পান, তবে ঐটিকে পয়েন্ট হিসাবে (১) না লিখে উপ-প্রধান বিষয়টির সাথে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করুন।

বাইবেল-অভিধান, বাইবেলের টীকা ইত্যাদি থাকলে এগুলি পড়তে পারেন। এগুলিতে দেওয়া খসড়ার সাথে আপনার খসড়া মিলিয়ে দেখতে পারেন। আপনি যদি এরকম কোন বইয়ের সাহায্য নেন, তবে নিজের লেখা খসড়াটি বাতিল করবার জন্যই যে নেবেন, তা নয়। আপনার নিজের তৈরী খসড়াই আপনার কাছে সবচেয়ে ভাল। আপনি যদি অন্য একটি খসড়ার সাথে নিজের খসড়াটি মিলিয়ে দেখেন তবে, আপনার খসড়ায় যেখানে যেখানে খুঁত বা দুর্বলতা আছে বলে মনে হয়, কেবল সেই জায়গাগুলি আপনি কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন, যেন খসড়াটি আরও ভাল হয়। একই উদ্দেশ্য আপনি আপনার খসড়াটিকে এই বইয়ে দেওয়া খসড়ার সাথে তুলনা করবেন। মনে করবেন না যে, আপনার খসড়াটি হুবহু বইয়ে দেওয়া খসড়াটির মত হতে হবে।

পূর্ণাংগ খসড়াটির জন্য আপনার নোট খাতার একটা পৃষ্ঠা তৈরী করুন। একটা অনুচ্ছেদের নাম সাধারণতঃ এক লাইনে ধরবে, সুতরাং, এই কাজে আপনার প্রায় ১৮ লাইন মত জায়গার প্রয়োজন হবে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রধান বিষয়, কয়েকটি উপ-প্রধান বিষয়, আর কয়েকটি বিশদ বিবরণ থাকবে। এর পরের অনুশীলনীতে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আপনাকে প্রধান বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করবে। কোন একটা অনুচ্ছেদের ব্যাপারে, এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার সময়, সেই অনুচ্ছেদটি, ও তার জন্য আপনার দেওয়া নামটি পড়ুন। (আপনার উত্তরগুলি নোট খাতায় লিখুন)।

২৪। ১ঃ১ পদ, ২ঃ১ পদ, এবং ৩ঃ১ নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

ক) এই পদগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ৪ নং অনুশীলনীতে আপনি কি পেয়েছেন ?

খ) এই তিনটি পদেই বইটির তিনটি প্রধান অংশ আরম্ভ হয়েছে।

গ) আপনার মতে ১ ঃ ৫-৭ পদের সাথে ১ ঃ ৮ পদ এবং ১ ঃ ৯-১১ পদের সম্বন্ধ কি ?

২৫। প্রথম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলির নাম লক্ষ্য করুন ও উপরের প্রশ্নের খ ও গ এর উত্তর মনে রেখে আপনার নোট খাতায় প্রথম অধ্যায়ের পূর্ণাংগ খসড়াটি লিখুন। তারপরে বইয়ে দেওয়া খসড়ার সাথে তুলনা করুন।

২৬। দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলির নাম লক্ষ্য করুন।

ক) এই অধ্যায়ে লোভীদের সম্পর্কে দু'টি অনুচ্ছেদ আছে। এই অনুচ্ছেদ দুটির বাইবেল রেফারেন্সগুলি লিখুন।

খ) লোভ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দুটি অনুচ্ছেদকে আপনার খসড়ায় এক বা অভিন্ন লাইন হিসাবে ধরে নিয়ে "মন্দ লোকেরা ধ্বংশ হবে, কিন্তু ধার্মিকেরা রক্ষা পাবে"-এই উপ-প্রধান বিষয়টির নীচে বিশদ বিবরণের জন্য আপনি কয়টি বিষয় পাবেন ও সেগুলি কি কি ?

২৭। দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলির নাম লক্ষ্য করুন। উপরের প্রশ্নের ক ও খ এর উত্তর মনে রেখে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পূর্ণাংগ খসড়াটি আপনার নোট খাতায় লিখুন। তার পরে বইয়ে দেওয়া খসড়ার সাথে তুলনা করুন।

২৮। তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলির নাম লক্ষ্য করুন ও আপনার নোট খাতায় তৃতীয় অধ্যায়ের পূর্ণাংগ খসড়াটি লিখুন। তারপরে বইয়ে দেওয়া খসড়ার সাথে মিলিয়ে দেখুন।

এখন আপনার নোট খাতার পৃষ্ঠায় খসড়াতৈরীর কাজটি সম্পূর্ণ হোল। আপনি যদি কখন এই মূল খসড়াটি আরও বাড়াতে চান তবে, এটিকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন ও পড়বার সময় নূতন নূতন বিষয় দেখতে পেলে, এতে যোগ করতে পারবেন।

প্রয়োগ বা ব্যবহার ঃ

লক্ষ্য ৭ ঃ বাইবেলের সত্যগুলি মেনে চলতে চেষ্টা করা, যেন ঈশ্বরের বাক্য আরো পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারা যায়।

দ্বিতীয় পাঠে আপনি জেনেছেন যে বাইবেল অধ্যয়নের মৌলিক ধাপগুলি হোল পর্যবেক্ষণ করা, অর্থব্যাখ্যা করা, সারমর্ম তৈরী করা, মূল্যায়ন করা, প্রয়োগ করা (ব্যবহার), এবং সম্বন্ধ নির্ণয় করা। এ পর্যন্ত আপনি যে পাঠগুলি পড়েছেন, সেগুলি ছিল বাইবেল অধ্যয়নের প্রাথমিক ধাপগুলির জন্য প্রয়োজনীয়। প্রয়োগ বা ব্যবহার, কিছুটা ভিন্ন ধরণের, এটা কেবল বাইবেল অধ্যয়নের দক্ষতার ব্যাপারই নয়; এর সাথে আপনার মনোভাব, ইচ্ছা, প্রভুর সাথে আপনার সম্পর্ক এবং আপনার উদ্দেশ্য ইত্যাদির যোগ রয়েছে।

আপনি আরও জেনেছেন যে, আপনি যখন ঈশ্বরের বাক্য পড়তে আসবেন, তখন যেন শ্রদ্ধা ও প্রার্থনার মনোভাব আপনার মধ্যে থাকে। ঈশ্বরের বাক্য বা বাইবেল সাধারণ ভাবে সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের বার্তা, কিন্তু আপনার আমার জন্য এটা ঈশ্বরের ব্যাক্তিগত বার্তা। (এর মানে বাইবেলের মাধ্যমে ঈশ্বর যেমন সকল মানুষের সাথে কথা বলেন, তেমনি আপনার বা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তিনি এর মধ্য দিয়ে কথা বলেন) এই দিক দিয়ে বাইবেল অন্য সব বই থেকে আলাদা। আপনি যদি ঠিকভাবে বাইবেলের অর্থ ব্যাখ্যা করতে চান ও তা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান, তবে আপনার নিজের বুদ্ধি ও দক্ষতার সাথে পবিত্র আত্মার সাহায্যও প্রয়োজন। নির্ভুল ভাবে বাইবেল বুঝাবার জন্য আপনাকে যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হয়ে নূতন জন্ম লাভ করতে হবে। ঈশ্বরের আত্মাই আপনার অন্তরে থেকে, আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য বুঝিয়ে দেন।

২৯। ঠিক উত্তরটির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন। নির্ভুলভাবে ধর্মশাস্ত্র বুঝবার জন্য—

ক) আপনাকে অবশ্যই গ্রীক ভাষা জানতে হবে।

খ) আপনাকে যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হয়ে নূতন জন্ম লাভ করতে হবে।

গ) বাইবেলের ব্যাখ্যার জন্য সব সময় আপনাকে অন্য লোকদের উপর নির্ভর করতে হবে।

৩০। পর্যবেক্ষণ, অর্থ ব্যাখ্যা করা, সারমর্ম প্রস্তুত করা, মূল্যায়ন করা, সম্বন্ধ নির্ণয় করা, এই গুলির মধ্যে কি সম্পর্ক ?

ক) এগুলি প্রথম পাঠ থেকে নেওয়া কয়েকটি কথা, এদের মধ্যে কোন মিল নেই।

খ) এগুলি হোল বাইবেল অধ্যয়নের ছয়টি ধাপ।

গ) এই শব্দগুলির একটি অন্যটির বদলে ব্যবহার করা যায়।

আপনি যদি নতুন জন্ম পেয়ে থাকেন, আর এই পাঠগুলি যদি খুব ভালভাবে পড়ে থাকেন, তাহলে আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে পবিত্র শাস্ত্র অনেক ভাবেই আপনার সাহায্যে আসতে পারে। আপনাকে এইভাবে সাহায্য করাই হোল পবিত্র আত্মার একটা বড় কাজ। যীশু বলেছেন, "সেই সাহায্যকারী, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয় তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন" (যোহন ১৪ ঃ ২৬ পদ) "কিন্তু সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন.....তিনি যা আমার কাছ থেকে শুনবেন তা-ই তোমাদের জানাবেন" (যোহন ১৬ ঃ ১৩-১৪ পদ)।

আপনি যখন পবিত্র শাস্ত্র পড়েন বা অধ্যয়ন করেন, তখন ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে আপনার সাথে কথা বলেন। স্কুলের কোর্সগুলি আপনাকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য পাঠের স্থান নিতে পারেনা। এগুলি আপনার জীবনের সব সমস্যার উত্তর দিতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য পাঠের মাধ্যমে ঈশ্বর আপনার সংগে কথা বলবেন, যতবার আপনি তাঁর বাক্য পড়বেন ততবারই তিনি তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আপনাকে নতুন কিছু দেবেন।

ঈশ্বরের বাক্য কি কি ভাবে আমাদের জীবনে ব্যবহার করা যায়, তা বুঝবার জন্য আপনি নানাভাবে পবিত্র আত্মার সাথে সহযোগিতা করতে পারেন। বাইবেল পড়ে আপনি যদি তা জীবনে ব্যবহার করেন, তাহলেই আপনার পড়া সার্থক হবে।

৩১। প্রতিটি সত্য উক্তির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) এই পাঠ্য বইটির মত, বাইবেল সম্বন্ধীয় যে কোন একটা বই পড়লেই আপনি জীবনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন।

খ) বাইবেল সম্বন্ধীয় যে কোন একটা ভাল বই পড়লেই আপনি জানতে পারবেন, কি করে আপনার জীবনের সমস্ত সমস্যা বা অসুবিধা দূর করা যায়।

গ) বাইবেল সম্বন্ধীয় এই বইগুলি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারে কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য পড়তে হয় যেন, সঠিকভাবে ঈশ্বরের বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা আপনাকে তাঁর ইচ্ছা জানাতে পারেন।

ঈশ্বর আপনাকে কি বলতে চান, তা জানার জন্য আপনি নানা-ভাবে ঈশ্বরের সাথে সহযোগীতা করতে পারেন। এর কয়েকটি উপায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি, যেগুলি আপনার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত, সেগুলি আরও ভালভাবে বুঝবার জন্য ও সে বিষয়ে ঈশ্বরীয় জ্ঞান লাভের জন্য আপনাকে কয়েকটি কাজ করতে হবে। আর এভাবে আপনি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা ভাল করে বুঝতে পারেন তবেই, আপনার বাইবেল পড়া সার্থক। এই জন্য নিজেকে ও প্রভুকে কিছু প্রশ্ন করুন। নিজেকে এমন সব প্রশ্ন করুন যা আপনার জীবন, আপনার উদ্দেশ্য ও মনোভাবকে পবিত্র করবে।

আমি পবিত্র আত্মার কাছ থেকে যে আলো (জ্ঞান) পেয়েছি, সেই আলোতেই কি জীবন যাপন করছি? এর উত্তরে আপনাকে 'হ্যা' বলতে পারা উচিৎ। আপনার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, পবিত্র আত্মাই আপনাকে তা জানান, আর তাঁর ইচ্ছা মেনে চলতে না চাওয়ার মানে অন্ধকারে থাকা, কিন্তু আপনি বাইবেল পড়ে যে সত্য-গুলি জানতে পারেন, সেগুলি যদি মেনে চলেন তবে, ঈশ্বর আপনাকে আরও অনেক সত্য জানাবেন ও আপনি আরও গভীর সত্য বুঝতে শুরু করবেন। ঈশ্বর আমাদেরকে সত্য জানান যেন, আমরা সেগুলি মেনে চলি।

৩২। নীচে দেওয়া পদগুলি পড়ুন ঃ যাকোব ১ ঃ ২৩ পদ, ২৫ পদ, যোহন ১৫ ঃ ১৪ পদ ; মথি ৫ ঃ ১৯ পদ, ২৩ ঃ ৩ পদ। এই পদগুলির মধ্যে একটা সাধারণ মূল প্রসংগ আছে, সেটি কি ?

.....

বাইবেল পড়ার সময় পবিত্র আত্মা আমাদের যে সত্যগুলি জানান, আমরা যদি সেগুলি পালন করি তবে, তিনি আমাদের আরও অনেক সত্য জানান। এজন্য প্রভুর কাছে বারবার পাপ স্বীকার করাও আমাদের একটা কাজ। বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের বারবার প্রভুর কাছে আসার ও শুচি হবার প্রয়োজন আছে। যীশুর কাছে এলে তিনি আমাদের শুচি বা পবিত্র করেন, প্রথম যোহন ১ ঃ ৯ পদে আমরা এই নিশ্চয়তা পাই। যে বাধাগুলি আমাদের ঈশ্বরের সত্য বুঝতে দেয়না, এইভাবে শুচি হওয়ার ফলে সেগুলি দূর হয়।

এর পরে আপনি নিজেকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন ঃ আমি যখন বাইবেল নিয়ে বসি, তখন কি আমার মধ্যে বিশ্বাসের মনোভাব থাকে ? আমার মধ্যে জানবার ইচ্ছা থাকে ? আমার মধ্যে কি সত্যগুলি মেনে নেওয়ার মনোভাব থাকে ? আমার নিজের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, সৎভাবে সেটাই জানতে চাই, না অন্যদের কি করতে হবে তা বলে দিয়ে প্রশংসা কুড়াতে চাই ? আসলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কতক লোক আছে যারা ঈশ্বরের বাক্যের কোনটা বিশ্বাস করবে আর কোনটা বিশ্বাস করবে না, তা নিজেরা বেছে নেয়। যেগুলি বিশ্বাস করলে নিজের পরিবর্তন করতে হবে, তারা সেগুলি বাদ দিয়ে যায়। আপনি তাদের মত না হয়ে, ঈশ্বরের সমস্ত সত্য মেনে নিন এজন্য যদি আপনাকে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে হয়, তবুও।

৩৩। আমরা আত্মিক সত্য পুরোপুরি বুঝতে পারবো ঃ-

ক) যদি আমাদের জানা সত্যগুলি মেনে চলি।

খ) যদি বাইবেলের কঠিন অংশগুলি মন দিয়ে পড়ি।

গ) আত্মিক সত্যের কয়েকটি দিক বেছে নিয়ে কেবল সেইগুলি মেনে চলি।

বাইবেলের সত্যগুলি কিভাবে আপনার জীবনে খাটাবেন, তা জানবার জন্য প্রভুর কাছে ও বাইবেলের কাছে কিছু কিছু প্রশ্ন করুন।

কোন বিষয় সম্পর্কেই ঈশ্বরের আইন বা মনোভাব কখনও পাল্টায়না। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর বলেছেন তিনি স্ত্রী পরিত্যাগ ঘৃণা করেন (মালাখি ২ ঃ ১৬ পদ)। তাই আপনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারেন যে, মালাখির সময়ে তিনি স্ত্রী পরিত্যাগকে যেমন ঘৃণা করতেন, এখনও তেমনি ঘৃণা করেন। তাই বাইবেল পড়ার সময় প্রভুকে অনুরোধ করুন। বাইবেলের পদগুলিতে যে চির-সত্যগুলি আছে তা যেন, তিনি আপনাকে দেখিয়ে দেন। প্রভুকে এই ধরণের বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন করুন ঃ "এটা আমার বিশ্বাস করা উচিৎ ?" "এইটি কি যে কোন ভাবে হোক, আমার জীবনে খাটাতে হবে ? "একজন বিখ্যাত বাইবেল শিক্ষক শিক্ষা দেবার সময় প্রায়ই "তুলনীয় বিষয়" কথাটি ব্যবহার করতেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চাইতেন "বাইবেলে যে অবস্থার কথা আছে তারসাথে আজ আমার জীবনের কোন কোন অবস্থার মিল বা তুলনা আছে" বাইবেল পড়বার সময় সর্বদা নিজেকে প্রশ্ন করুন, "এইটি আমার জীবনে কিভাবে খাটে ?"

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। হবককুকের বইটিতে যে বার্তা আছে, তা, কি কি ভাবে আমাদের জীবনে খাটান যায়, তার কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হয়েছে। উত্তরগুলি আপনার নোট খাতায় লিখুন।

৩৪। হবককুক ১ ঃ ২-৪ পদে যে সব অবস্থার কথা বলা হয়েছে, আর আজকাল আমাদের জীবনে যে অবস্থা দেখতে পাই, এই দুইয়ের মধ্যে কি কি তুলনীয় বিষয় আছে, সংক্ষেপে বর্ণণা করুন।

৩৫। হবককুক ১ ঃ ৬ পদ, ২ ঃ ২-৪ পদ এবং ৩ ঃ ১৯ পদ পড়ুন। এই পদগুলি থেকে আজকের দিনে ঈশ্বরের একজন সন্তান কোন কোন বিষয়ের নিশ্চয়তা পেতে পারেন ?

৩৬। হবককুক ১ ঃ ১২ পদ, ৩ ঃ ১৬ পদ, ৩ ঃ ১৮ পদ এবং ৩ ঃ ১৯ পদ পড়ুন। এই পদগুলিতে ঈশ্বরের সান্তনা লাভের জন্য হবককুক এখানে যেভাবে কথা বলেছেন, আপনাকেও সেভাবে কি কি কথা বলতে হবে (উত্তর, নিজের কথায় লিখুন) ?

পরীক্ষা—৭

এই পাঠটি আর একবার দেখে নিন। তারপর নীচের পরীক্ষাটি নিন। এই বইয়ের শেষ ভাগে দেওয়া উত্তরগুলির সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। ফলাফল ছাত্র বিবরণীতে লিখুন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে সে বিষয়ে আবার পড়ুন। সঠিক উত্তরটি বেছে নিন। সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটির পাশে (√) টিক চিহ্ন বসান।

১। সামগ্রীক পদ্ধতিতে অধ্যয়নের সময় পর্যবেক্ষণের ধাপগুলির কাজ-

ক) পড়া, লেখা নয়।

খ) লেখা, পড়া নয়।

গ) পড়া এবং লেখা দুই।

ঘ) পড়া লেখা কোনটিই নয়।

২। হবককুক বইটির মূল প্রসংগ—

ক) কেবল মাত্র প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

খ) কেবল মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

গ) কেবল মাত্র তৃতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

ঘ) সবগুলি অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

৩। কোন একটি বইয়ের মূল প্রসংগের ক্রমবিকাশ, লেখকের কোন্ বিষয় ঘোষনার দ্বারা আমরা আশা করতে পারি?

ক) সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি।

খ) বিষয় বস্তু।

গ) প্রগতিশীলতা।

ঘ) লেখার ধরণ।

৪। ধরাবাঁধা শব্দগুলির জন্য—

ক) অন্যান্য শব্দগুলির চেয়ে কম মনোযোগ দরকার।

খ) অন্যান্য শব্দগুলির চেয়ে বেশী মনোযোগ দরকার।

গ) অন্যান্য শব্দগুলির মত একই মনোযোগ দরকার।

ঘ) কোনই মনোযোগ দরকার নেই।

৫। হবককুক বইয়ে লেখার ধরণ পরিবর্তিত হয়েছে—

ক) কবিতা থেকে নাটকে।

খ) নাটক থেকে কবিতায়।

গ) দৃষ্টান্ত থেকে কবিতায়।

ঘ) কবিতা থেকে দৃষ্টান্তে।

৬। হবককুক বইটির সুর বা ভাবানুভূতি—

ক) শুরুর চেয়ে বরং শেষেই বেশী স্পষ্ট।

খ) শুরুর চেয়ে বরং শেষেই কম স্পষ্ট।

গ) যেমন শুরুতে তেমনি শেষেও, একই রকম স্পষ্ট।

ঘ) বইটির কোন্ অংশেই স্পষ্ট নয়।

৭। সাহিত্যে সন্দেহ থেকে নিশ্চয়তার দিকে যে প্রগতিশীলতা তাকে বলা হয়—

ক) শিক্ষা মূলক প্রগতিশীলতা।

খ) জীবনীমূলক প্রগতিশীলতা।

গ) ধারণাগত প্রগতিশীলতা।

ঘ) ঐতিহাসিক প্রগতিশীলতা।

৮। কোন একটা বইয়ের প্রাথমিক খসড়ার মধ্যে থাকে—

ক) বইটির প্রত্যেক অধ্যায়ের নাম।

খ) বইটির প্রথম ও শেষ অধ্যায়ের নাম।

গ) প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদের নাম।

ঘ) বইটির সবগুলি অনুচ্ছেদের নাম।

৯। বাইবেল অধ্যয়নের যে ধাপটিতে প্রভুর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়, সেটি হোল—

ক) পর্যবেক্ষণ।

খ) মূল্যায়ন।

গ) প্রয়োগ বা ব্যবহার।

ঘ) সারমর্ম।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১। আপনার নিজের উত্তর। (উত্তর দেবার প্রয়োজনীয় নির্দেশ আপনার পাঠ্য বইতে আছে।)

৩৬। হে প্রভু, তুমি আমারই ঈশ্বর, তুমি পবিত্র ও অনন্তকালস্থায়ী। আমি নীরবে তোমার অপেক্ষা করব। আমি সর্বদা প্রভুতে আনন্দ করব, আমি সকল অবস্থায় সুখী থাকব, কারণ ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করেছেন। প্রভুই আমাকে শক্তি দেন, আমাকে নিরাপদ রাখেন।

২। উত্তর ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে। আমাদের মতে এর মূল প্রসংগ হতে পারে, বিচার, ২ ঃ ৪ পদ থেকে এর ইংগিত পাওয়া যায়।

৩৫। একজন ঈশ্বরের সন্তান এই নিশ্চয়তা পেতে পারেন যে, ঈশ্বরই সব কিছু পরিচালনা করেন, তিনি অন্যায়ের প্রতিকার করবেন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন, হবকুককের মত তাকেও ঈশ্বর সহ্য করবার শক্তি দেবেন।

৩। আমাদের দেওয়া উত্তর (আপনার উত্তরগুলি কিছুটা ভিন্ন রকমের হতে পারে, তবে এই উদাহরণগুলির মত হলেই চলবে)

১ঃ২ "আমাদের নিস্তার কর"।
"অধিকার করণার্থে.....বিহার করে।"

১ঃ৮-৯ "অশ্বারোহীগণ..... দৌরাত্ম্য করিতে আইসে।"

১ঃ১২ "বিচারার্থেই উহাকে নিরুপণ করিয়াছে।"

২ঃ৪ "মন্দ লোকেরা বিনষ্ট হবে"

২ঃ৬ "বিজয়ীদের দণ্ড"

২ঃ৯, ১২, ১৫ "আপনার দণ্ড"

২ঃ১৬ "অপমান.....পানপাত্র.....জঘন্য লজ্জা"

২ঃ১৭ "দৌরাত্ম্য তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে।"

৩ঃ৭ "কূশনের তাম্বু সকল (বা লোকেরা) ক্লিষ্ট।"

৩৪। তখনকার সময়ের মত আজও দৌরাত্ম্য দুঃখ-কষ্ট ও বিরোধ বিসংবাদ আছে। লোকেরা আইন অমান্য করে, প্রায়ই সুবিচার পাওয়া যায়না। মন্দ লোকেরাই সুখ-সম্মৃদ্ধি ভোগ করে। আজও লোভী মানুষ শুধু চায় আর চায়, তারা কখনই তৃপ্ত হয়না।

৪। ১ঃ১ "হবককুক ভাববাদীর ভাববাণী; তিনি এই দর্শন পান।"

২ঃ২ "সদাপ্রভু উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন।"

২ঃ৪ "দেখ"

৩ঃ১ "হবককুক ভাববাদীর প্রার্থনা।"

৩৩। । ক) জানা সত্যগুলি মেনে চলবার দ্বারা।

৫। যে শব্দ ও বাক্যাংশগুলির বিষয় আরও পড়াশুনা করা অবশ্যক, তাদের কয়েকটি নমুনা ঃ (আপনি নিশ্চয়ই এগুলি ছাড়া আরও অনেক শব্দ ও বাক্যাংশ পাবেন)।

১ঃ৪ "বিচার.....বিপরীত হইয়া পড়ে।"

১ঃ৬ "আমি কল্‌দীয়দিগকে উঠাইব।"

২ঃ১ "দুর্গ"

২ঃ২ "ফলক"

২ঃ৬, ৯, ১২, ১৯, "ধিক"

৩২। ঈশ্বরের বাক্য যা করতে বলে তা করা দরকার (উত্তর ভিন্ন হলেও ভাবটা একই রকম থাকতে হবে)।

৬। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সুর বা ভাবানুভূতি—

দুঃশ্চিন্তা, ভয়, অথবা জিজ্ঞাসা (সন্দেহ)।

তৃতীয় অধ্যায়ের সুর বা ভাবানুভূতি ঃ-বিশ্বাস বা সুনিশ্চিয়তার ভাব।

৩১। গ) বাইবেল সম্বন্ধীয় এই বইগুলি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারে, কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য পড়তে হয়, যেন, সঠিকভাবে ঈশ্বরের বাক্য পাঠের মধ্যদিয়ে পবিত্র আত্মা আপনাকে তাঁর ইচ্ছা জানাতে পারেন।

৭। বইটির প্রথমে যে প্রকার সাহিত্য আছে, তা হোল নাটক।

৩০। এগুলি হোল বাইবেল অধ্যয়নের ছয়টি ধাপ।

৮। ৩ঃ১ পদে লেখার ধরণ পরিবর্তিত হয়েছে। এর পরে কবিতা (কবিতার আকারে প্রার্থনাটি বলা হয়েছে)।

২৯। খ) আপনাকে যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করার দ্বারা নূতন জন্ম লাভ করতে হবে।

২৮। ৩) হবককুকের প্রার্থনা (৩ঃ১ পদ)।

ক) ভয়ের প্রকাশ (৩ঃ২-১৫ পদ)।

খ) ভয়ের বদলে ধৈর্য্য (৩ঃ১৬ পদ)।

গ) বিশ্বাস (৩ঃ১৭-১৯ পদ)।

৯। প্রশ্ন

২৭। ২) ঈশ্বরের উত্তর পাবার জন্য অপেক্ষা (২ঃ১ পদ)।

ক) দুষ্টেরা ধংশ হবে, কিন্তু ধার্মিকেরা রক্ষা পাবে (২ঃ২-৪ পদ)।

(১) যারা লোভী (২ ঃ ৫-৮ পদ)।

(২) যারা কুমন্ত্রণা করে (২ ঃ ৯-১১ পদ)।

(৩) যারা রক্তপাতের অপরাধ করে (২ ঃ ১২-১৪ পদ)।

(৪) অপরাধীদের শাস্তি (২ ঃ ১৫-১৭ পদ)।

(৫) প্রতিমা পূজার অসারতা (২ ঃ ১৮-১৯ পদ)।

খ) ঈশ্বরের উপস্থিতি (২ ঃ ২০ পদ)।

১০। হবককুক (অথবা' মানুষ') এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করছে।

২৬। ক) ৫-৬ পদ এবং ৭-৮ পদ।

খ) পাঁচটি, যারা লোভী, যারা কুমন্ত্রনা করে, যারা রক্তপাতের অপরাধ করে, অপরাধীদের শাস্তি, এবং প্রতিমা পূজার অসারতা।

১১। ঈশ্বর উত্তর দেন ১ ঃ ৫-১১ পদে এবং ২ ঃ ২-২০ পদে।

২৫। ১) ঈশ্বরীয় বাণীর ভূমিকা (১ ঃ ১ পদ)।

ক) দুষ্ট লোকদের বিরুদ্ধের অভিযোগ (১ ঃ ২-৪ পদ)।

খ) বিজয়ী কলদীয়রা (১ ঃ ৫-৭ পদ)।

(১) কলদীয় অশ্ব (১ ঃ ৮ পদ)।

(২) কলদীয় সৈন্য (১ ঃ ৯-১১ পদ)।

গ) কলদীয়দের অত্যধিক মন্দতা (১ ঃ ১২-১৭ পদ)।

১২। পালাক্রমিক পুনরুক্তি।

২৪। ক) বিষয় বস্তুর ঘোষনা।

খ) ১ ঃ ১ পদ ; ২ ঃ ১ পদ ; এবং ৩ ঃ ১ পদ- এই অনুচ্ছেদ-গুলির নাম খসড়ার তিনটি প্রধান বিষয় হবে।

গ) ১ ঃ ৮ পদ এবং ১ ঃ ৯-১১ পদ, ১ ঃ ৫-৭ পদ, উক্ত উপ প্রধান বিষয়, 'বিজয়ী কলদীয়দের' নীচে বিষদ বর্ণণা বলে মনে হয়।

১৩। আমাদের উত্তরঃ দুষ্টদের শাস্তি দেওয়া হয়না কেন ?

২৩। ১ঃ১ ঈশ্বরীয় বাণীর ভূমিকা

১ঃ২-৪ দুষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

১ঃ৫-৭ বিজয়ী কলদীয়রা।

১ঃ৮ কলদীয় অশ্ব।

১ঃ৯-১১ কলদীয় সৈন্য।

১ঃ১২-১৭ কলদীয়দের অত্যধিক মত্ততা।

২ঃ১ ঈশ্বরের উত্তর পাবার জন্য অপেক্ষা।

২ঃ২-৪ দুষ্টেরা ধ্বংশ হবে, কিন্তু ধার্মিকেরা রক্ষা পাবে।

২ঃ৫-৬ লোভী মানুষেরা।

২ঃ৭-৮ লোভীদের সব কিছু লুণ্ঠিত হবে।

২ঃ৯-১১ যারা কুমন্ত্রনা করে।

২ঃ১২-১৪ রক্তপাতের অপরাধ।

২ঃ১৫-১৭ অপরাধীদের শাস্তি।

২ঃ১৮-১৯ প্রতিমা পূজার অসারতা।

২ঃ২০ ঈশ্বরের উপস্থিতি।

৩ঃ১ হবককুকের প্রার্থনা।

৩ঃ২-১৫ ভয়ের প্রকাশ।

৩ঃ১৬ ভয়ের বদলে ধৈর্য্য।

৩ঃ১৭-১৯ বিশ্বাস (নিশ্চয়তা)।

১৪। দুষ্টদের শাস্তি দেওয়া হবে।

২২। ক) পরিত্রাণ।

খ) সাহস।

গ) সুবিচার।

ঘ) করুনা

১৫। "কম দুষ্ট লোকদের শাস্তি দেবার জন্য আরো" বেশী দুষ্ট লোকদের ব্যবহার করা হয় কেন?

২১। ভয়ের বিষয় থাকলে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে, ধৈর্য্য ধরে সহ্য করতে হবে।

১৬। "বেশী" দুষ্ট লোকদেরও শাস্তি দেওয়া হবে।

২০। ৩ ঃ ১-১৫ পদ-ভয়, ৩ ঃ ১৬ পদ-ধৈর্য্য ধরে সহ্য করা, ৩ ঃ ১৭-১৯ পদ-বিশ্বাস।

১৭। ২ ঃ ৬, ৯, ১২, ১৫ এবং ১৯ পদে "ধিক তাহাকে" এই কথাটির পুনরুক্তি আছে।

১৯। পার্থক্য

১৮। ২ ঃ ৫ পদে কারণগত দিক, কারণ থেকে ফলের দিক যায় ও ২ ঃ ৮ পদে সমর্থনগত দিক ফল থেকে কারণের দিকে যায়।

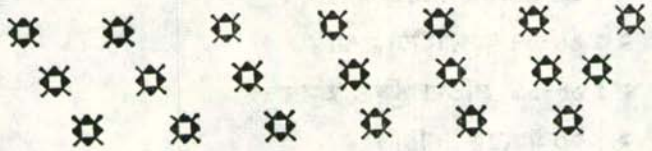

তৃতীয় খণ্ড

অধ্যয়নের অন্যান্য পদ্ধতি